শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯-২০১৩

পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন
২০০৯-২০১৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রসংগ কথা

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৮ সনের সাধারণ নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে ২০০৯ সনের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহাজোট সরকার গঠন করে। এ নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনবদলের কর্মসূচি–ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেন। এর লক্ষ্য হলো- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও দুর্নীতিমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেছেন। এ রূপকল্পের আলোকে ২০০৯ সনে সরকার গঠনের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রণীত হয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'। বাংলাদেশে এই প্রথম সমাজের সকল স্তর, দল, মত ও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অভিমত, দৃষ্টিভংগি, আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমরা মনে করি, এ বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের অংশগ্রহণ জরুরি।

আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচলিত, গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে বর্তমান যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

২০১০ সন থেকে প্রতিবছর নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বছরের প্রথম দিনে (১জানুয়ারি) শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে কোটি কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণে আমরা বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছি। দীর্ঘদিন পর শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী পরিমার্জন করে নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছি। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন, পাঠদান ও মানোন্নয়ন, মাদরাসা শিক্ষায় সংস্কার, মাদরাসা অধিদপ্তর, ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, উচ্চশিক্ষায় প্রণোদনা ও গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি, কারিগরি শিক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা এবং এর ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রণোদনা, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে শিক্ষা পরিবার কাজ করছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলেই শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন লক্ষণীয় এবং এসেছে শিক্ষা-ভাবনায় সাধারণ মানুষের চিন্তার পরিবর্তন। সরকারের আন্তরিকতা ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন উন্নতমানের শিক্ষার স্বপ্ন দেখার শক্তি অর্জন করেছে। তবে এখানে আত্ম-সন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে চাই। আমরা সকলের সাহায্য চাই। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে আমাদের যেতে হবে বহুদূর।

আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা, ভুল-ত্রুটিও রয়েছে, তাই এখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা অব্যাহতভাবে নতুন নতুন উদ্যোগ ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি। নানা প্রতিকূলতা ও বাধার মধ্যেও সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই প্রথম বিরাট ও যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উন্নত দেশ গঠন এবং উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া চলমান-এর মাধ্যমে আমাদের জাতির সামনে সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

এই উন্নয়ন, আরও উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবেই নতুন ও জটিল অনেক সমস্যা ওঠে এসেছে। এ সকল সমস্যা হচ্ছে উন্নয়নের সমস্যা, এমন কি বলা যেতে পারে কোনো ক্ষেত্রে তা উন্নয়নের 'বেদনা'।

অর্থনীতি, সমাজ, প্রকৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নতুন জ্ঞানসহ সকলক্ষেত্রেই উন্নয়নের পাশাপাশি সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হয় বা চলমান থাকে। এ সকল সমস্যা-জটিলতা হয় আরও ব্যাপক ও গভীর। দায়িত্বশীল সকল মানুষকে তা উপলব্ধি করে নতুন সমস্যা ও জটিলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য উন্নয়নকর্মের পাশাপাশি সচেতন ও তৎপর থাকতে হয়। সুতরাং, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনশীল উদ্যোগ অপরিহার্য।

যেহেতু সাধারণ মানুষ আপাতদৃষ্টিতে সমস্যা দেখেন সুতরাং তারা এটাকে ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করেন। তাই জনগণকেও এসব বিষয়ে সচেতন করতে হয়। তাদেরও চিন্তার পরিবর্তন প্রয়োজন। একইসংগে জনমত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য জনগণের কাছে সেভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

উন্নয়নের জটিল প্রক্রিয়া উপলব্ধি ও এ-থেকে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধান করা এবং জনগণকেও এ বিষয়ে সচেতন ও সম্পৃক্ত করা জরুরি। এ ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে সকলেরই উপলব্ধি এবং সচেতন থেকে কাজ করা কর্তব্য। আমাদের শিক্ষা পরিবারের দায়িত্বশীল সকল সদস্যের এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কাজ করতে হবে। এ পরিবারের সকল সদস্য ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকল মহলকে প্রস্তুত করতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে যদি ধরা যায়-এখন পত্রিকায় অনেক ছবি প্রকাশিত হয়- 'গাছতলায় ক্লাস হচ্ছে'। কিন্তু কেন? শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বেড়েছে, ঝরে পড়া বিরাট সংখ্যায় কমেছে। বাস্তবতা হলো- স্বল্পসময়ে সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি করা সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে তা হচ্ছে এবং উন্নত অবকাঠামো গড়ে ওঠলে অনেক সমস্যাই কেটে যাবে। কিন্তু সমস্যা শেষ হবে না, নতুন সমস্যা সামনে আসবে।

অন্য একটি উদাহরণ ধরা যাক, 'সৃজনশীল পদ্ধতি' সম্পর্কে। শিক্ষার্থীদের জানা, বোঝা, শেখা এবং তা পুরোপুরি আয়ত্ব করে প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করার লক্ষ্যে আমরা সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষকদেরকেও এ পদ্ধতি নতুন করে শেখাতে হচ্ছে। আমাদের শেখানোর মত যথেষ্ট দক্ষ প্রশিক্ষক নেই। অল্প সময়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সব কিছু শিক্ষককে শেখানোও কঠিন। তাই প্রয়োগে যে সমস্যা তা তো সামনে আসবেই।

আরেকটি উদাহরণ ধরা যাক, আমরা ২৩,৩৩১টি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু করেছি এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেখানেও এ ধরনের সমস্যা রয়েছে। এ রকম অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়, যা উন্নয়নেরই সমস্যা। সুতরাং, অনেকের ধারণা হচ্ছে–শিক্ষায় আগের মত উন্নয়নের গতি সৃষ্টি করতে পারছি না। আমরা প্রতিদিনই নতুন নতুন উদ্যোগ নিচ্ছি এবং ইতিবাচক কাজ করছি ও প্রতিদিন সামনে এগুচ্ছি।

বিগত ৫ বছরে কম্পিউটার শিক্ষা, আইসিটির ব্যবহার, সকল ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের অব্যাহত চেষ্টাসহ আমাদের সার্বিক কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছে। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন সাথে সাথে অনেক নতুন ও জটিল সমস্যাও তৈরি হয়েছে, যেসব আমরা সমাধান করে এগিয়ে যাচ্ছি। অগ্রগতি ও উন্নয়ন সৃষ্ট সমস্যা থাকাটাই স্বাভাবিক। এসব উন্নতির নতুন পর্যায়ের নতুন সমস্যা।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা এখনও সচেতন মানুষের কাছে অজানা। নারী শিক্ষায় অগ্রগতি, মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়ে সমতা অর্জন এবং উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মেয়েদের অগ্রগতিতে আমাদের আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভংগি ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই এগিয়ে চলা অব্যাহত রাখতে হবে। তা হলেই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য– নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। এক্ষেত্রে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করাই হলো বড় চ্যালেঞ্জ। এটা রাতারাতি সম্ভব নয়। এটা হলো ধারাবাহিকভাবে একটি দীর্ঘ কর্মযজ্ঞের ফল। সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।

শিক্ষকই হচ্ছেন শিক্ষার মূল ও নিয়ামক শক্তি। তাঁদের ওপর নির্ভর করছে আমাদের সাফল্যের অভিযাত্রা। আমরা শিক্ষকদের মর্যাদা, সম্মান এবং আর্থিক সমর্থন দানে সচেতন আছি। শিক্ষকরা আত্মনিবেদিত হয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার কাজে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করবেন, এটা জাতির প্রত্যাশা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত 'পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিবেদনের পরিধি বিবেচনায় সকল কাজের বিবরণ এতে সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ-প্রতিবেদন প্রস্তুতে যাঁরা সহায়তা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

'আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমি বাংলার আকাশকে ভালোবাসি। আমি আমার বাংলার বাতাসকে ভালোবাসি। আমি বাংলার প্রত্যেক মানুষকে মনে করি আমার ভাই, মাকে মনে করি আমার মা, ছেলেকে মনে করি আমার ছেলে। এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। একে গড়তে হবে। চাই ত্যাগ ও সাধনা। ত্যাগ এবং সাধনা ছাড়া এ দেশকে গড়া যাবে না।'

-বঙ্গবন্ধু

শিশুদের সঙ্গে জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উন্নয়নের
পথ
প্রদর্শক

সূচিপত্র

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১২
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় : পরিধি ১৩
- মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৪
- শিক্ষা বিষয়ক আইন, নীতি, প্রবিধান, পরিপত্র ও পরিকল্পনা ১৫-১৬
- শিক্ষার প্রসার ও মনোন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ১৭-৩৩
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম ৩৪-৪০
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ৪১-৪৩
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ৪৪-৪৮
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৪৯-৫১
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি ৫২-৫৫
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ৫৬-৫৯
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ৬০-৬৪
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ ৬৫
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ৬৬-৬৮
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ৬৯-৭১
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ৭২-৭৩
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ৭৪-৭৫
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ৭৬-৭৭
- বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ৭৮-৭৯
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ৮০-৮১
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ৮২-৮৪
- জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি ৮৫
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ৮৬
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ৮৭
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় : প্রকাশনা ৮৮

মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [University Grants Commission (UGC)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE)]
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড [National Curriculum & Text Book Board (NCTB)]
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি [National Academy for Educational Management (NAEM)]
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Technical Education (DTE)]
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর [Educational Engineering Department (EED)]
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ [Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority (NTRCA)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড [Board of Intermediate and Secondary Education (BISE)]
  (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর)
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Technical Education Board (BTEB)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Madrasa Education Board (BMEB)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট [Bangladesh Madrasa Teachers Training Institute (BMTTI)]
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Inspection and Audit (DIA)]
- বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো [Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS)]
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন [Bangladesh National Commission for UNESCO (BNCU)]
- জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি [National Academy for Computer Training & Research (NACTR)]
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট [International Mother Language Institute (IMLI)]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড [Non-Government Teacher Employee Retirement Benefit Board]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট [Non-Government Teacher-Employee Welfare Trust]।

শিক্ষা বিষয়ক আইন, নীতি, প্রবিধান, পরিপত্র ও পরিকল্পনা

(১) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ২০০৯ সনে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে ও সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের অভিমতের ভিত্তিতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হয়। মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত এ শিক্ষানীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ -এর মূল লক্ষ্য। এর আলোকে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, অবকাঠামো উন্নয়নসহ শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনে সরকারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২) শিক্ষা আইন

শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণে আইনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় সৃষ্ট অসংগতি দূর ও ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ আইনের খসড়া প্রণয়ন, কর্মশালা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় এ খসড়ার ওপর বিভিন্ন ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা আইন প্রণয়ন এখন চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে আছে।

(৩) কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১

সরকারের লক্ষ্য হলো আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়ন। আধুনিক, দক্ষ ও বিশ্বমানের মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য 'দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় 'Skill Development Project ও Skill and Training Enhancement Project' নামে দু-টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে;

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১-এ বর্ণিত জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) বাস্তবায়নের জন্য 'Quality Assurance Manual' প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধানমালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে;

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন 'occupation'-এর ৫১টি স্টান্ডার্ড এবং Accreditation document প্রণীত ও অনুমোদিত হয়েছে।

(৪) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১১

স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' ফান্ড গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সিডমানি রাখা হয়েছে ১০০০ কোটি টাকা। শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া হ্রাসসহ অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৫) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনবল কাঠামো নির্দেশিকা ২০১০

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়োগ, বেতনভাতা, পদোন্নতি ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৬) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধান ২০০৯

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কার্যকরভাবে পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধান মালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৭) যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা

সরকারের ইতিবাচক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক উদ্যোগের ফলে নারী শিক্ষায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফলে, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে। এর ফলে নির্ধারিত সময়সীমার আগে জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধে সামাজিক সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অভিমতের আলোকে 'যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেন

পাঠ্যপুস্তক উৎসবে শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি রোধ

অতীতে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যপুস্তকে এ ইতিহাস বিকৃতিরোধে খ্যাতনামা ইতিহাসবিদদের নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান ইতিহাস বিকৃতি সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান সন্নিবেশ ও সংযোজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সনের ৭ মার্চ প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ১০ এপ্রিল জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু

মুখস্থ নির্ভর, অনির্ভরযোগ্য এবং যুগের সাথে সামঞ্জস্যহীন পাবলিক পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান (knowledge), অনুধাবন (understanding), প্রয়োগ (application), বিশ্লেষণ (analysis), সংশ্লেষণ (synthesis) ও মূল্যায়ন (evaluation) দক্ষতা যাচাই করতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। নোট-গাইড বই নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে মূল পাঠ্যবই নির্ভর পাঠ্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পাঠদান পদ্ধতিতেও গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ২০১০ সন থেকে প্রবর্তিত এ মূল্যায়ন পদ্ধতি ফলপ্রসূ এবং এ পদ্ধতি ক্রমশ আরও যুগোপযোগী, আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া চলমান আছে। এর ফলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল ও শিক্ষার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড থেকে উপবৃত্তি প্রদান

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া কমানো ও শিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করার লক্ষ্যে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সনের ২০ এপ্রিল তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে স্বহস্তে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন। এ আলোকে ২০১২ সনের ১১ মার্চ মহান জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল পাশ ও ট্রাস্ট বোর্ড গঠিত হয়। ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেটে এ ট্রাস্টের জন্য সিডমানি হিসেবে ১০০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরের স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১,২৯,৮১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭২.১৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এটিই প্রথম উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম।

২০১৩ সনে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্বোধনী দিনে স্নাতক (পাস) শিক্ষার্থীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপবৃত্তির চেক হস্তান্তর

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্বখাতে ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এইচএসটিটিআই), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ব্যানবেইস, শিক্ষা বোর্ডসমূহ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের টিকিউআই-II প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে:

- ৯,১৫,৭৭৮ জন শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট** (এসইএসডিপি)-এর মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির ওপর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষার ৪,৫৩,৮৬৩ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩,৬৫৯ জন শিক্ষককে স্কুল বেজ অ্যাসেসমেন্ট (এসবিএ) এবং পারফরমেন্স বেজ ম্যানেজমেন্ট (পিবিএম) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন** (টিকিউআই-II) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন মেয়াদে ৫,৪৩,৭৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- দেশে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে উন্নততর শিক্ষা প্রদানের জন্য রাঙ্গামাটি এবং পটুয়াখালী জেলায় প্রাথমিকভাবে ২,১৪২ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি বিদ্যালয়ের ১৪,৫৩৪ জন শিক্ষককে বিএড ডিগ্রি গ্রহণের জন্য অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- **ইউনিসেফ** এর আর্থিক সহায়তায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০টি জেলার প্রায় ১৭ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **তথ্যপ্রযুক্তি** বিষয়ে ২০,৫০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের মান সম্মত শিক্ষা অর্জনের কৌশল হিসেবে কঠিন বিষয়গুলিতে **সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট** (সেকায়েপ) এর আওতায় সারা দেশে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে স্কুল ও মাদরাসার ৫৭,১৩৬ জন শিক্ষককে দুই পর্যায়ে ১৮ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকগণ গণিত বিষয়ে ৬,৫৭,২২৫টি ও ইংরেজি বিষয়ে ৬,৫৯,৯২৫টি অতিরিক্ত ক্লাস নিয়েছেন, এসএসসির ফলাফলে যা ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।
- বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প-২ এর মাধ্যমে ২০০০ জনকে ইংরেজি, আরবি ও কোরিয়ান ভাষায় ৩ মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার

- রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এজন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রজন্ম। আধুনিক, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ইতোমধ্যে 'Skills Development Project ' ও 'Skill and Training Enhancement Project' শীর্ষক ০২টি প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৩৬০০ TVET শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩২০০০জন শিক্ষার্থীকে ৮০০.০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে।
- কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৭,৬৯,৬২৩ জন।

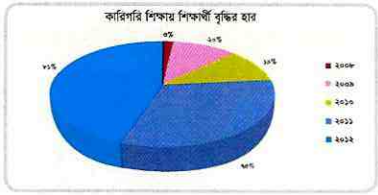

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- কারিগরি শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাক্রম আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরে ৯০৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ভোকেশনাল কোর্স মিলিয়ে মোট ৭৯৫টি নতুন কারিগরি প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হওয়ার পর পাঠদান শুরু হয়েছে। সিলেট ও বরিশালে বিভাগীয় সদরে ০২টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশের প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

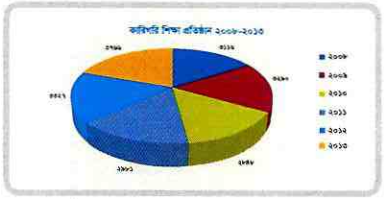

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি), সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ), সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি) ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প এবং স্নাতক (পাস) ও সমমানের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প চালু রয়েছে। এ সব প্রকল্প থেকে ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৪৭৮৮০৫৩ জন শিক্ষার্থীকে ২৪৬৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার প্রসার

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে তাঁর স্মৃতিধন্য একটি স্থানে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জেন্ডার সমতা

রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। সরকারের যুগোপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে নারী শিক্ষায় কাম্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে অন্যতম কর্মসূচি হলো বিনামূল্যে বই বিতরণ ও ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান। এ ছাড়া যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতায় এমডিজি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

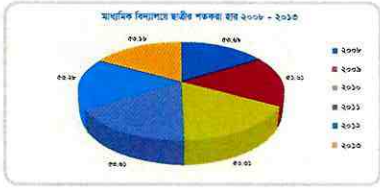

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ

শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নতুন শিক্ষাক্রমে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে এবং নতুন বইসমূহ প্রাক-প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদরাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারার শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। যুগের চাহিদা বিবেচনায় রেখে ICT শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা , ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি এবং সমাজবিষয়ক বইয়ের আধুনিক সংস্করণ 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' নামে বই প্রস্তুত করা হয়েছে। স্নাতক স্তরে ইতিহাস বিষয়ে ১০০ নম্বরের কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ

যৌন নিপীড়ন নিরোধ নিতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে শিক্ষক, অভিভাবক শিক্ষার্থীসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ বিষয়ে সভা-সমাবেশ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনার

মুন্সিগঞ্জে যৌন নিপীড়নের শিকার ও নিহত স্কুল শিক্ষার্থী সিনথিয়ার শোকাহত মা বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য সরকার ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২০৬৫ কোটি টাকার উচ্চশিক্ষায় মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP)-এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত করে বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক (BDREN) স্থাপন করা হচ্ছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের সাথে মতবিনিময় সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে অনাদরে অবহেলায় ছড়িয়ে থাকা অনন্য সাধারণ মেধা (Extraordinary Talent) অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২' অনুযায়ী উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় এবং ঢাকা মহানগরী থেকে বাছাইকৃত প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রায় সাত হাজার সেরা মেধাবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ সনের সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ১২ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২০১৩ সনের ২৩ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের প্রত্যেককে সনদ এবং নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৩-এ জাতীয় পর্যায়ে সেরা মেধাবীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেডেল ও একলক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম

বেসরকারি কলেজ ও বিদ্যালয় জাতীয়করণ

শিক্ষার প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সনের জাতীয় নির্বাচনের ইশতেহারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এসব কলেজ জাতীয়করণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনি অংগীকার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০০৯ সন হতে ২০১৩ সন পর্যন্ত নিম্নোক্ত ১৮টি বেসরকারি কলেজ ও ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়।

জাতীয়করণকৃত কলেজের নাম

- খাগড়াছড়ি মহিলা কলেজ, খাগড়াছড়ি
- বান্দরবান মহিলা কলেজ, বান্দরবান
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
- বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, মধুখালী, ফরিদপুর
- মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজ, মুজিবনগর, মেহেরপুর
- এলবিকে ডিগ্রি কলেজ, দাকোপ, খুলনা
- হাজী আব্দুল আজিজ খান ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়, মদন, নেত্রকোনা
- বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ হামিদুর রহমান কলেজ, ঝিনাইদহ
- জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
- বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা
- হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজ, খুলনা
- বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ ডিগ্রি কলেজ, শার্শা, যশোর
- শ্যামনগর মহসিন ডিগ্রি কলেজ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
- শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
- ইব্রাহীম খাঁ কলেজ, টাঙ্গাইল
- লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল
- চরফ্যাসন কলেজ, ভোলা
- নগরকান্দা মহাবিদ্যালয়, নগরকান্দা, ফরিদপুর

জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের নাম

- আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
- বঙ্গবন্ধু স্মৃতি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
- দহগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

• অসুস্থ, হজ্বযাত্রী, তীর্থযাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'চেকের পিছনে শিক্ষক নয়, শিক্ষকের পিছনে চেক ছুটবে' নীতি চালু করা হয়েছে।

অবসর সুবিধা বোর্ডের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক কর্মচারীদের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি ও সাবেক শিক্ষা সচিব।

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ২০০৯-২০১৩

- ১০টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭ থেকে ৩৭-এ উন্নীত হয়েছে;
- ৪টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া চূড়ান্তকরণ;
- নতুন 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ২৬টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন এবং এর ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২ থেকে ৭৮-এ উন্নীত;
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৭ লক্ষ থেকে ২৬ লক্ষে উন্নীত;
- উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের লক্ষ্যে আইনের খসড়া চূড়ান্তকরণ;
- উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে Accreditation Council গঠন প্রক্রিয়াধীন;
- উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ৮৯৬ কোটি ২৬ লক্ষ থেকে ২,১১৯ কোটি ৮৬ লক্ষতে উন্নীত করা হয়েছে;
- বাংলাদেশে টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস শিল্পে সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম ও উচ্চশিক্ষা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলে রূপান্তর করা হয়েছে।

গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি :

- জিওবি খাতে ১৮৭৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১০৮৬ কোটি টাকার আরও ৩১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন;
- ইউএসডিএ (USDA) ও জাইকা (JICA)র অর্থানুকূল্যে ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন;
- শিক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ইউজিসি ও ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নলিখিত কর্মসূচি চলমান রয়েছে ;
- নলেজ এক্সচেঞ্জ ইনিশিয়েটিভস ফর ইন্টারন্যাশনালাইজিং হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ;
- গোয়িং গ্লোবাল প্রোগ্রাম;
- ইউনিভার্সিটি-কমিউনিটি এনগেজমেন্ট;
- ইংলিশ ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ এবং
- স্ট্রেংদেনিং লিডারশিপ ক্যাপাসিটি ইন হায়ার এডুকেশন ।

উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP)

- ৭৫২কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়সম্পন্ন 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে ৩৭২.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৬টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে;
- এ ছাড়াও বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ১৩১২কোটি ২৬ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন;
- ৩৩২কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের মাধ্যমে (BDREN) বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে সংযোগ স্থাপন;
- একাডেমিক ইনোভেশন ফান্ডে প্রথম পর্যায়ে ৯১টি উপ প্রকল্পে ১৮৩ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০৬টি উপপ্রকল্পে ১৮৯ কোটি টাকা, তৃতীয় পর্যায়ে ১৩৫টি উপপ্রকল্পে ২৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে;
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০০ আসনবিশিষ্ট 'বিজয় ৭১' নামে ১১তলা ছাত্র হল ও ১১তলা কবি সুফিয়া কামাল ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০তলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু টাওয়ারের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, ৭ মার্চ ভবন, ফার্মেসি ভবন, কবি সুফিয়া কামাল হল, সামাজিক বিজ্ঞান ভবন, সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবন, উচ্চতর সামাজিক গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নবনির্মিত কবি সুফিয়া কামাল হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজয় ৭১ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭ মার্চ ভবন রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শেখ হাসিনা হল,' 'শহিদ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল' এবং 'বেগম সুফিয়া কামাল হল'-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ আসন বিশিষ্ট 'শেখ হাসিনা ছাত্রী হল' 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হল' এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে;

নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক-অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, ৩য় শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, ৪র্থ শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, ট্রান্সফর্মার স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও গভীর নলকূপ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নবনির্মিত ছাত্রীনিবাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আইসিটি ভবন' নির্মাণ ও ৪৩০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে;
- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হল' এবং 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হল'-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেলের কার্যক্রমে জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মোট ৩১৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান;
- শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল পুস্তক ও জার্নাল সহজলভ্যকরণ;
- ভার্চুয়াল প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ডে কার্যকর নজরদারি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' প্রচলন করা হয়েছে।

গবেষণা কাজে শিক্ষকদের প্রণোদনা এবং মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্বীকৃতি প্রদান :

- গবেষণা সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা ৪৯৭ থেকে ১২৪২-এ উন্নীত;
- ইউজিসি কর্তৃক ২৬৭ জনকে পিএইচডি; ১৩৮ জনকে এমফিল এবং ২১জন শিক্ষককে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ প্রদান;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ১৩৮জন শিক্ষার্থীকে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক প্রদান;
- ৩২জন গবেষক/শিক্ষককে ইউজিসি-অ্যাওয়ার্ড প্রদান;
- উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ে গবেষণার জন্য সার্ক ফেলোশিপ, রোকেয়া চেয়ার ও ইউজিসি প্রফেসরশিপ প্রবর্তন করা হয়েছে।

Developement) প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৪৮৫ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও TQI-SEP-এর মাধ্যমে ৮৫৬৫৯৭জন শিক্ষককে সিপিডি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ৭টি গবেষণা কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে ১০,৫০,০০০ জন শিক্ষকের ওপর ব্যানবেইস কর্তৃক ০৩টি Biennial Census করা হয়েছে এবং ৮টি ওর্য়াকশপের আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ একীভূত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ কর্মশালা

আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

- আইসিটি প্রজেক্টের মাধ্যমে সারাদেশে ২০,৫০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি সামগ্রী (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্পিকার, মডেম ইন্টারনেট সংযোগসহ) সরবরাহ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির উপর ২০,৫০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

- এ প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ কলেজের মধ্যে ৬২০টি কলেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এর মধ্যে ৫৮১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- ৩৬ জন কোর ট্রেইনার নির্বাচন করা হয়েছে এবং ৮০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ৬৩০টি অনুমোদিত কলেজের ২,০০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষকের মধ্যে ৯২৩ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১০ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্প

- এ প্রকল্পের আওতায় ৩১০টি উপজেলায় ১৫০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১০টি করে মোট ১৫০০টি কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে;
- নির্মাণের ক্ষেত্রে ৩১০টির মধ্যে ১০০টির শতভাগ, ১৪০টির ৫০ শতাংশ এবং অবশিষ্টগুলোর ৩৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

৩১০ মডেল বিদ্যালয় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

- ২৩০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, খেলার সামগ্রী, বই ও রেফারেন্স বই সরবরাহ করা হয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন

নবনির্মিত একাডেমিক কাম পরীক্ষা হল, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও

- একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হল ৪৭টির শতভাগ, ১৬টির অর্ধশতাংশ এবং হোস্টেল ভবনের মধ্যে ৮টির শতভাগ ও ৬টির অর্ধশতভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রশাসনিক ভবন-০১টি; বিজ্ঞান ভবন-০১টি; সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-২টি; গেট ও অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ-১টি এবং ১৯টির উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ শতভাগ, ১টির ৮০ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (SESP)

- ১০০টি কর্মশালা এবং ৯৮১টি মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে;

মা সমাবেশ ২০১৩

- এ প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং নারী ক্ষমতায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে ৬৮ লক্ষ ৫৮ হাজার শিক্ষার্থীকে ১১৭১৩৫ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করার জন্য এসইএসপি-এর মাধ্যমে উপজেলা মাধ্যমিক অফিসারদের মধ্যে মোটর সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

এসইএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা মাধ্যমিক অফিসারদের মধ্যে মোটর সাইকেল বিতরণ

ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইটি ল্যাব স্থাপন প্রকল্প

KOICA কর্তৃক Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর ১০০টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং ১৭০০টি কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১০০টি প্রতিষ্ঠান হতে ২০০ জন শিক্ষককে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০ জন শিক্ষককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কোরিয়ান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে নির্মিত আইটি ল্যাব

বিদেশি ভাষায় দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে ১৯টি Digital Language Laboratory স্থাপন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫০,০০০ জনকে ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান ও জাপানিজ ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প

- এ প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত ১,২৯,৮১০ জন নির্বাচিত ছাত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড থেকে উপবৃত্তি প্রদান, পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে টিউশন ফি বাবদ ৭২ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে বিতরণকৃত বই, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও ধরন নিচের সারণীতে উল্লেখ করা হলো :

বছর	স্তর	শিক্ষার্থী	বিষয়	পাঠ্যপুস্তক
২০১০	প্রাথমিক মাধ্যমিক ইবতেদায়ি দাখিল ভোকেশনাল	২৭,৬৬২,৫২৯	২২২	১৯৯,০৯৬,৫৬১
২০১১	প্রাথমিক মাধ্যমিক ইবতেদায়ি দাখিল ভোকেশনাল	৩২,২৩৬,৩২১	২২৩	২৩২,২২১,২৩৪
২০১২	প্রাথমিক মাধ্যমিক ইবতেদায়ি দাখিল ভোকেশনাল	৩১,২১৩,৭৫৯	২৩৫	২২১,০৬৮,৩৩৩
২০১৩	প্রাথমিক মাধ্যমিক ইবতেদায়ি দাখিল ভোকেশনাল	৩৬,৮৮৬,১৭২	২৬৫	২৬১,৮০৯,১০৬

তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

- ২০০৯ সালে ২০১০ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে।
- এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রবর্তন করাসহ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে এবং উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়কে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো ৫+ বয়সের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সারা দেশের সকল বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে এ সকল শিখন-শেখানো সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বিতরণের জন্য উন্নত কাগজে ৪ রং- এর আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে।

- অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা নারী ও শিশু পাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু, বঙ্গবন্ধুর জীবনী, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ, নিরাপদ সড়ক, মোবাইল ফোন, কম্পিউটারের সহজ ধারণা, আইসিটি, শিশুর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, মহাবিশ্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম এবং ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ জেন্ডার সমতা বিধানসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশা, ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে সমতাবিধান করা হয়েছে।
- ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যপুস্তকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা (Life Skill Based Education) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি এ-দুটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণসহ ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমের আলোকে ৬৭টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' – এ নতুন দুটি বিষয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে করা হয়েছে।

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী প্রণীত ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির ৬৭টি পাঠ্যপুস্তকের যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং ট্রাই আউট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের ট্রাই-আউট সম্পন্ন হয়েছে। ট্রাই-আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন করে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (Life Skill Based Education) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।
- দুর্যোগ মোকাবেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে যেসব তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত তথ্যসমূহ সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা পরিমার্জন করে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- কৃষি শিক্ষা বিষয়ে ব্যবহারিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কৃষি শিক্ষাকে আরও জীবন ঘনিষ্ঠ করা হয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরের ২১টি পাঠ্যপুস্তক ও ২১টি শিক্ষক সংস্করণের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণিকক্ষে ট্রাই আউট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। Large Scale Try out & Critical review এর প্রেক্ষিতে

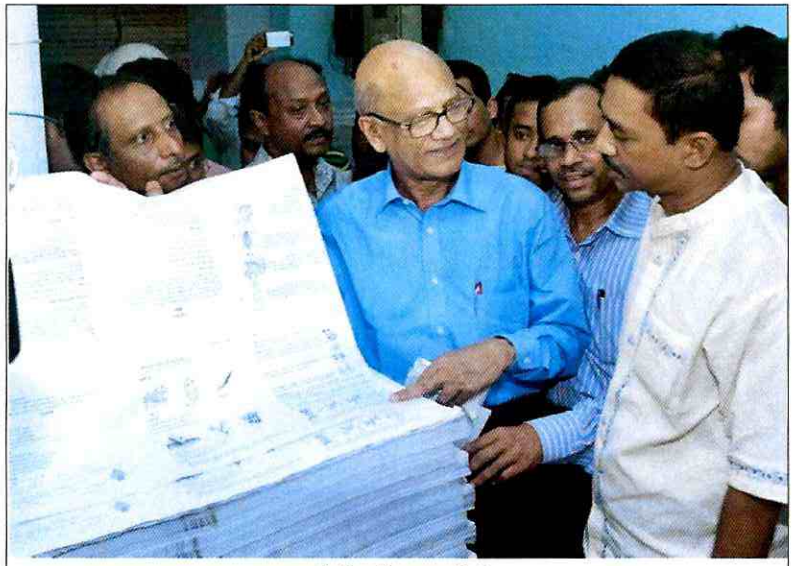

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ছাপাখানা পরিদর্শন

ইতোমধ্যে ১১টি পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন করা হয়েছে এবং আরও ১০টি পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- ১ম ও ২য় শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' এবং বিজ্ঞান (সমন্বিত) শিক্ষক সহায়িকার ফ্লিপচার্ট উন্নয়নের লক্ষ্যে বিষয়বস্তু ও দৃশ্যপটের Academic Specification নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- শিক্ষাক্রম বিতরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন কার্যক্রম শেষ হয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নম্বর বিভাজনসহ মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য MLE (Multilingual Education) শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে।
- ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের সর্বমোট প্রায় ১৫৫ কোটি ৮৪ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৪৪টি বিষয়ে নতুনভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৩৪০টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বিধৃত করে জেন্ডার সমতা এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণের মানুষকে সমানভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরে ৩৩টি শিক্ষক সংস্করণ ও ২৫টি শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

নায়েমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার চাহিদার ভিত্তিতে রাজস্ব বহির্ভূত খাতেও কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। ২০০৯-১৩ সময়ে সম্পন্ন বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন কোর্সে মোট ১৬,৮৮৮ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসএসসিইএম ও প্রশাসনিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০০৯ সনের আগে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যাকলগ ছিলো। চাকরিতে যোগদানের পর অনেক শিক্ষক ৪/৫ বছরেও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সময়মতো চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ২০০৯ সনের পরে দ্রুততার সাথে এ ব্যাকলগ দূর করা হয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতি আসে। এখন শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেই নতুন শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রশিক্ষণ নিয়মিতকরণে ট্রেনিং ক্যালেন্ডার, সময়োপযোগী নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন ও কোর্স কনটেন্ট প্রণয়ন, পরিমার্জন করা হয়েছে।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

রাজস্ব-বহির্ভূত খাতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন (এসবিএ), সৃজনশীল প্রশ্ন, কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (পিবিএম) এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। কোর্সসমূহে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তা, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক এবং মডেল মাদরাসার শিক্ষক ও সুপারগণ অংশগ্রহণ করেন।

- বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপকগণের জন্য Senior Staff Course On Education And Management (SSCEM), সহযোগী অধ্যাপকগণের জন্য Advanced Course on Education and Management (ACEM) নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স চালু হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সনের ১৭ আগস্ট এ দুটি কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে তথ্যপ্রযুক্তিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে এ কোর্সগুলোর প্রবর্তন করা হয়।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য Management Training on ICT Application in Institutional Work - শীর্ষক একটি কোর্স চালু হয়েছে;
- নায়েমের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এখন নায়েমের পাঁচটি প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। এ সময়ে নায়েম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার ভিত্তিতে আটটি ব্যাচে অধিদপ্তরের ২৪০ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার জন্য Modern Office Management প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষকদের জন্য Special Foundation Training Course-এর আয়োজন করে। এতে ৩৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

নবনির্মিত নায়েম প্রশাসনিক ভবন

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- ৭তল বিশিষ্ট ৮,০০০ বর্গফুটের বেশি ভিত্তিমূলের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পর ২০১০ সনের ১৭ আগস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশাসনিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন;
- প্রশাসনিক ভবনের ৪র্থ তলায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা সংবলিত একটি সভাকক্ষ ও ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল নির্মাণ করা হয়েছে।
- আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ১৯২ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেলের (শহীদ বুদ্ধিজীবী হোস্টেল) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ২০০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি এ হোস্টেলের শুভ উদ্বোধন করেন।
- মহান মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়সহ মুক্তিযুদ্ধের শতাধিক বিরল ছবি দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে; গ্রন্থাগারে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপন এবং উপযুক্ত সংখ্যক বই, দলিলপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য সেবা সংবলিত One Stop Service Point স্থাপন করা হয়েছে;

ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট

- সকল প্রশিক্ষণ কক্ষ, সেমিনার ও কনফারেন্স কক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্মার্ট বোর্ড সংযোজন করা হয়েছে;
- ৩০ আসন বিশিষ্ট নতুন ১টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন;
- ১৫০ আসন বিশিষ্ট নতুন ক্যাফেটেরিয়া সংযোজন;
- শিশু সন্তানসহ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- নায়েমের নান্দনিক নামফলক স্থাপনসহ ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি;
- জিমের আধুনিকায়ন ও নতুন যন্ত্রের সংযোজন;
- পুরাতন অডিটোরিয়াম ও মেডিকেল ইউনিটের সংস্কার ও উন্নয়ন;
- ব্যাডমিন্টন কোর্টের ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

গবেষণা

নায়েমের গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষা বিষয়ক গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ নায়েম জার্নালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে নায়েম নিউজ লেটার। ২০০৯ সনের আগে যা অনিয়মিত ছিল। ২০০৯-২০১৩ সময়ে ৪৮টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ সময়ে ৭টি গবেষণা জার্নাল, ১৬টি নিউজলেটার, ৩টি গবেষণা প্রতিবেদন ও ১টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়েছে।

- প্রশিক্ষণ সমাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে কর্মসংস্থানের হার শতকরা ৩৪ ভাগ;
- প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি প্লেসমেন্ট সেল খোলা হয়েছে, যাতে চাকরিদাতা ও শিক্ষার্থীদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে চাকরি পেতে সুবিধা হয়;

- ৪টি সাইকেলে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ছিলো ৩১৭১০ জন, এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন ২৯৭২৬ জন। ২১১৩৯ জন পাশ করেছেন এবং প্রশিক্ষণোত্তর ৬ মাসের মধ্যে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদান করেছেন ৬৬৪৩ জন।

- শিল্প শ্রমিকদের দক্ষতা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য BGMEA এর সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২টি কেন্দ্রের মধ্যে একটি কেন্দ্রে ৬০জন করে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ৫টি ব্যাচে এ পর্যন্ত মোট ৩০০ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ১৪৫ জন চাকরিতে যোগদান করেছেন;
- টিভিইটি'র সার্বিক বিধিবদ্ধ ও আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)-এর মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। এনএসডিসি'র মাধ্যমে শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল(আইএসসি)-কে শক্তিশালী করা হচ্ছে;
- এনএসডিসি'র সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং Seed financing ও পরিচালন ব্যয় ছাড় হয়েছে;
- এনএসডিসি ও আইএসসি'তে কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে;
- পরীক্ষামূলক (পাইলটিং) কাজের জন্য ৭টি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে;
- এসএসসি (ভোকেশনাল) পাইলটিং প্রোগ্রাম এর খসড়া অপারেশনাল ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে;
- Full Teaching strength প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় গ্রান্ট প্রাপ্ত ২৫টি সরকারি ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানে ৫৩০জন চুক্তিভিত্তিক-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;
- ৬৭৪ জন শিক্ষককে ৭দিনব্যাপী প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং সকল চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকগণকে পেডাগোজিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/শিক্ষকদের ২১ দিনব্যাপী প্রকিউরমেন্ট, এফএম ও পিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- বিটিইবি'র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বিএমইটি'র ইমিগ্রেশন ডাটাবেজ এর আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- এসটিইপি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ৯৩২ প্রোগ্রামে ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপে ৩৮৯৫৯ জন অংশগ্রহণকারী উপকৃত হয়েছেন।

- ৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১২জন পরামর্শক নিয়ে পিআইইউ স্থাপিত হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করতে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন– লিফলেট, ব্রসিওর, পোস্টার, ক্যালেন্ডারসহ বিভিন্ন প্রচারনামূলক সামগ্রী ছাপানো ও বিতরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ ও প্রচারণামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, রেডিও ও টিভিতে বিজ্ঞাপণ ও আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার চলমান রয়েছে;
- প্রকল্পের পিএমআইএসসহ ওয়েবসাইটের উন্নয়নের জন্য IBCS-PRIMAX নামক সফ্টওয়ার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সিস্টেম উন্নয়ন করা হচ্ছে ;

- ৯৩টি পলিটেকনিকের প্রাথমিক বেজলাইন ডাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;
- প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করাসহ Project Development Objective (PDO) অর্জনের বিষয়ে এম এন্ড ই ফরমেটে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে;
- প্রতি অর্থবছর শেষে FAFAD-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হচ্ছে। এপর্যন্ত সকল অডিট আপত্তি নিস্পন্ন করা হয়েছে;
- পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেল গঠন নিশ্চিত হয়েছে;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য একাউন্টিং সফটওয়্যার সংযোজিত হয়েছে।
- ডিটিই ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে, এবং বিএমইটি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য আইএফটি ইস্যু করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

নবনির্মিত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ

রয়েছে। ব্যয়িত অর্থ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৪০ শতাংশ।

- 'মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয়ের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ২৭৬১.৯২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ চলমান। গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৫০ শতাংশ।

নবনির্মিত ৭ তলা ভিতবিশিষ্ট ত্রিতল একাডেমিক ভবন, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

- 'ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থ ১৪৯১.৪০ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

- 'বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৮৮১১.২৯ (পূর্ত ৬৩৩১.৪৮) লক্ষ টাকা। গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৪০ শতাংশ এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৪০.৭৫ লক্ষ টাকা।
- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাদরাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৭৩৮২৪.০০ (পূর্ত ৬৮২০৯.৬৩) লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ১০০০টি প্রতিষ্ঠানে চারতলা ভিত বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন (৩টি শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ব্লক ও সিঁড়িঘর) নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে ৩০৫টি, চলমান ৫৭০টি এবং প্রক্রিয়াধীন ১১০টি। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৪৩৩.৫৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭০ শতাংশ।

ময়দানদীঘি দাখিল মাদরাসা, বোদা, পঞ্চগড়

- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০০০.০০ লক্ষ টাকা (৮৩৩৯.৭০ লক্ষ টাকা)। ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক/অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, ৩য় শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, ৪র্থ শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, ট্রান্সফর্মার স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও গভীর নলকূপ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সমাপ্ত, ১০টি চলমান আছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭১৪৪.৩০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯১ শতাংশ।
- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত-৭৮৩২.১৪ লক্ষ টাকা)। ২টি

একাডেমিক ভবন, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

একাডেমিক ভবন, ১টি ছাত্রী হল, ২টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক/অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও গভীর নলকূপ ও ট্রান্সফর্মার স্থাপনসহ মোট ১৪টি অঙ্গের কাজ চলমান। এর মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০ শতাংশ।

- 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০৩৫০.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত-৮৭৬১ লক্ষ টাকা)। ১টি

একাডেমিক ভবন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

প্রশাসনিক ভবন, ৪টি একাডেমিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের অফিস-কাম-বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি অফিসার্স ডরমিটরি, ২টি শিক্ষক ডরমিটরি, লাইব্রেরি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, পাম্প হাউজ, গভীর নলকূপ ও অভ্যন্তরীণ সারফেস ড্রেন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৫টি চলমান আছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮০৪৬.৫২ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৯৭ শতাংশ।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ৪৬৭৬.৯৭ (পূর্ত-৩২৮১.৯৭) লক্ষ টাকা। ১২ তলা ভিত বিশিষ্ট বিদ্যমান ৩ তলা ভবনের (৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, স্যানিটারি ও পানি সরবরাহ, ইলেকট্রো ম্যাকানিক্যাল কাজ, ইন্টেরিওর ডেকোরেশন (নিচ তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত), অডিটোরিয়াম ডেকোরেশন এবং গেটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৮৯৫৩২.০০ (পূর্ত-৮৩৫১৭.৯১) লক্ষ টাকা। ২১৩৪টি বিদ্যালয়ে ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ পয়ঃপ্রণালি, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ২১৩১টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৪৯৩০.০০ লক্ষ টাকা।

লড়িবাগ উচ্চ বিদ্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা।

- ইডেন মহিলা কলেজে ২৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০০ আসন বিশিষ্ট একটি মহিলা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ ২০১২ সনের জুন মাসে সমাপ্ত হয়েছে।

ছাত্রীনিবাস, ইডেন মহিলা কলেজ, লালবাগ, ঢাকা

- বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটির নির্মাণ' কাজের ডিপিপি মূল্য ১০৪৪৮.০০ (পূর্ত-৮৮৫৫.০০) লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭১২.০০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪২ শতাংশ।
- 'শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ডিপিপি মূল্য ১৫২০.৭০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫০৪.১৩ লক্ষ টাকা।
- 'বাংলাদেশের নির্বাচিত মাদরাসা শিক্ষার পরিবেশ উন্নীতকরণ (৯৫ টি মাদরাসা)' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০০৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৯৫টি মাদরাসায় ৪তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া ও আসবাবপত্র সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর)
[Board of Intermediate and Secondary Education (BISE)]

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ দেশের সকল স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা আয়োজন, ফল প্রকাশ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক স্বীকৃতিসহ পাঠদানের অনুমতি প্রদান করে থাকে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সকল শিক্ষা বোর্ডে প্রদত্ত সেবাসমূহকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবাগ্রহিতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ছাড়াও সামগ্রিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শিক্ষাবোর্ড ভবন, দিনাজপুর

ওয়েবসাইট উন্নয়ন

অনলাইনে সেবাগ্রহিতাদের নিকট সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সমূহের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে প্রতিদিন তথ্য হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার কাজটি সম্পন্ন হয়। ইতোমধ্যে চালুকৃত ডাইনামিক ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীদের নজর কেড়েছে।

ওয়েব পোর্টাল তৈরি

বোর্ডের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিবিড়ভাবে ডিজিটাল সুবিধা দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি করার লক্ষ্যে বোর্ডের ডোমেইনের অধীনে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। দক্ষতার সাথে ইন্টারনেটে যোগাযোগের জন্য শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

EIIN ভিত্তিক e-mail ঠিকানা তৈরি

EIIN হচ্ছে বোর্ডের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইউনিক পরিচিতি নম্বর। এ নম্বর ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য e-mail ঠিকানা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে সেবাগ্রহিতারা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা পাচ্ছেন।

শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া (e-SIF : Electronic Student Information Form)

অনলাইনে শিক্ষার্থীদের তথ্য পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতিই e-SIF। এ পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে স্বল্প সময়ে এবং ব্যয়ে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। ২০১০ সনে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পাইলটিং প্রকল্পের মাধ্যমে e-SIF শুরু হয়ে ২০১১ সন থেকে সকল প্রতিষ্ঠানে e-SIF এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

পরীক্ষার ফরম পূরণ (e-FF : Electronic Form Fillup)

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের তথ্য অনলাইনে বোর্ডে প্রেরণের পদ্ধতিই e-FF পদ্ধতিতে ফরম পূরণ প্রক্রিয়া চালু করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে স্বল্প সময়ে এবং ব্যয়ে শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষা শুরু ও ফল প্রকাশ

পরীক্ষা শুরু ও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে নির্ধারিত কোন সময় সূচি ছিল না। ২০০৯ সন থেকে পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পূর্বঘোষিত তারিখ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষা প্রতি বছর ১ ফেব্রুয়ারি, এইচএসসি পরীক্ষা ১ এপ্রিল ও ২০১০ সন থেকে জেএসসি পরীক্ষা ১ নভেম্বর নিয়মিত শুরু হয়েছে এবং নির্ধারিত তারিখে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে।

ফলাফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের উল্লাস

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ এক অভূতপূর্ব সাফল্য। এখন ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। জেএসসি পরীক্ষার ফল ৩১ ডিসেম্বরের আগেই প্রকাশ করা হচ্ছে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির সূচনা

- শিক্ষার মানোন্নয়নে ২০১০ সনে এসএসসি পরীক্ষায় ২টি বিষয় এবং জেএসসি পরীক্ষায় ৬টি বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১১ সনে জেএসসি পরীক্ষায় ৬টি বিষয়ে (০৯টি পত্র), এসএসসি পরীক্ষায় ৭টি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২ সন থেকে এসএসসি পরীক্ষায় ১৮টি বিষয় (২১টি পত্র) সৃজনশীল পদ্ধতিতে, এইচএসসি পর্যায়ে ০১টি বিষয়ের ০১ টি পত্রের পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩ সনে এইচএসসিতে ০৪টি বিষয়ের ০৭টি পত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতির বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

শিক্ষক ডাটা ব্যাংক (TIF)

সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে যোগ্যতা , অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সেটার, মডারেটর ও পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষার ফল প্রকাশ

২০০৯ সন থেকেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষার ফল প্রকাশ শুরু করা হয়। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে পেপারলেস:

- সকল পরীক্ষার দৈনিক প্রতিবেদন অনলাইনে সংগ্রহ করা হচ্ছে;
- ই-মেইলের মাধ্যমে পরীক্ষার ফল সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো হচ্ছে;

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- সকল বোর্ডের ওয়েবসাইটে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবমেইলে ফল প্রকাশ ও মোবাইল ফোনে SMS এর মাধ্যমে ফল প্রকাশ হচ্ছে।

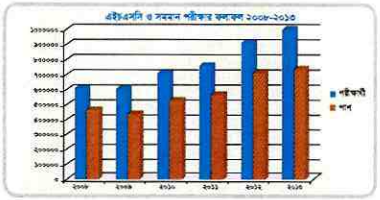

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন

- ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ও ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি শিক্ষাক্রমে ৪৩টি টেকনোলজির সিলেবাস যুগোপযোগী ও পরিমার্জন করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- এসএসসি(ভোকেশনাল) ও দাখিল(ভোকেশনাল) এইচএসসি(বিএম) শিক্ষাক্রমের সাধারণ ও ট্রেড পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হয়েছে। এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে।
- ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি, এইচএসসি(বিএম), এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) এবং জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) শিক্ষাক্রমের নতুন ২৪১২টি প্রতিষ্ঠান অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার দেখানো হল :

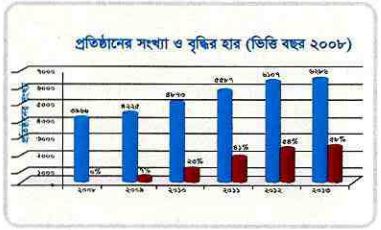

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের পাঠদানরত সরকারি ও বেসরকারি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৪২৯টি প্রতিষ্ঠানের ৪২৯ জন শিক্ষককে বাংলা ও ৪২৯ জন শিক্ষককে ধর্ম বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- কম্পিটেন্সি বেইজড ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১তে বর্ণিত জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো ('NTVQF') বাস্তবায়নের জন্য 'Quality Assurance Manual' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন 'Occupation' এর ৫১টি স্ট্যান্ডার্ড এবং 'Accreditation Document' প্রণয়ন করে বোর্ড সভায় অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।
- বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের ১৭টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিটেন্সি বেইজড ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯০ জন শিক্ষক ও ১১৫ জন শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 'NTVQF'-এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।

বিবরণ		২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		৪২২৫	৪৮৭৩	৫৫৮৭	৬১০৭	৬২৮৬
প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার (%)		৭%	২৩%	৪১%	৫৪%	৫৮%
রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা		২৬১১৩৮	৩০৩০৪২	৩০১৫৩৯	৩৯৬৫৯৯	৪৫৮৪৩৯
শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার (%)		৩%	২০%	১৯%	৫৭%	৮১%

NTVQF- এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করছেন প্রশিক্ষণার্থী

- ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে এসএসসি (ভোক.) ও দাখিল (ভোক.)-এর ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৮টি বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও এসএসসি (ভোক.) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ৯৮টি প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়।

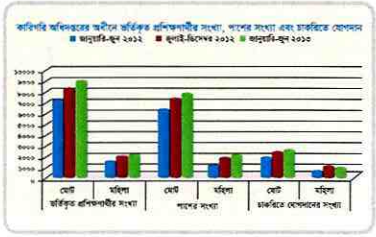

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- বোর্ডের আওতাধীন ১,৯৭৪টি বেসরকারি (ভোক.) প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা জেলার বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫১টি প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
- বোর্ডের আওতাধীন বেসরকারি ৬৬১টি প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিকেল/ টেক্সটাইল/ এগ্রিকালচার) মনিটরিং করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
- বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী যেসব ডিপ্লোমা (ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিকেল/টেক্সটাইল/এগ্রিকালচার) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর থেকে ভাড়া বাড়িতে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব ভবন নির্মাণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশসহ সতর্কীকরণ পত্র দেওয়া হয়েছে।
- এসএসসি ও এইচএসসি সমমান পরীক্ষার ফলাফল আর্কাইভ-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং ফলাফল অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বোর্ডের সকল প্রকার নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষার সিলেবাস, রুটিন, শিক্ষা বর্ষপঞ্জি, কোর্স-স্ট্রাকচার, প্রবিধান ইত্যাদি বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.bteb.gov.bd)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।
- সকল পরীক্ষার রেজাল্ট এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রকাশ এবং অনলাইনে পরীক্ষার নম্বরপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- অনলাইনের মাধ্যমে নম্বর প্রদানের জন্য ৩০০০ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মশালা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
[Bangladesh Madrasa Teachers Training Institute (BMTTI)]

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

ইনস্টিটিউটে চলমান রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। যেমন- (১) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য ব্যবহারিক আরবি ভাষা, Communicative English, গণিত, বিজ্ঞান, আল-কুরআন, ইসলামের ইতিহাস এবং বাংলা বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য চার সপ্তাহব্যাপী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স (২) সিনিয়র (আলিম, ফাজিল ও কামিল) মাদরাসা প্রধানদের জন্য তিন সপ্তাহের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স এবং (৩) সিনিয়র (আলিম, ফাজিল ও কামিল) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য আরবি, ইংরেজি, গণিত ও জীববিদ্যা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের জন্য চার সপ্তাহব্যাপী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স (৪) ইবতেদায়ি মাদরাসা প্রধানদের জন্য দুই সপ্তাহের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্বপাশে অবস্থিত বিএমটিটিআই-এর মূল ফটক

সরকার অনুমোদিত/নির্দেশিত বিভিন্ন প্রকল্পের সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনায় সহায়ক সমস্ত সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে--৬৮ সিট বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল, ২০০ সিট বিশিষ্ট পুরুষ হোস্টেল, প্রজেক্টর ব্যবহারের সুবিধাসহ পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ ৪০(চল্লিশ) টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ দু-টি কম্পিউটার ল্যাব, একটি অত্যাধুনিক ল্যাংগুয়েজ ল্যাব , জেনারেটর ইত্যাদি। রয়েছে TQI-SEP কর্তৃক নির্মিত ৩ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন।

প্রশিক্ষণে দলীয় কাজে ব্যস্ত প্রশিক্ষণার্থীরা

প্রশিক্ষণের নিয়মিত কার্যক্রম ভলিবল খেলায় প্রশিক্ষণার্থীরা

- ২০০৯-২০১৩ সময়ে বিভিন্ন অর্থবছরে সিনিয়র মাদরাসার সুপারইনটেনডেন্টদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৮৭৯ জন সুপার ও ইবতেদায়ি স্তরে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৮২ জন শিক্ষক এবং দাখিল স্তরে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে ৪৩৮৫ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

দাখিল স্তরের মাদরাসা প্রধানদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সৌদি রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ বিন নাসের আল-বুসাইরি (বাম থেকে দ্বিতীয়)।

- এ পর্যন্ত ০১ বছরের ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড) কোর্স (বিএড সমমান) সম্পন্ন করেছেন ৭৫ জন মাদরাসা শিক্ষক।

প্রতিদিন সকালে প্রশিক্ষণার্থীদের পিটি প্যারেডে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
[Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS)]

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) দেশের পোস্ট প্রাইমারি শিক্ষা স্তরে বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। প্রাথমিকোত্তর স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যানবেইস জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২০০৯ সন থেকে ব্যানবেইস নিয়মিতভাবে প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জরিপ পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত মোট ৬ (ছয়)টি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। বার্ষিক জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কেপিআই (Key Performance Indicators) তৈরির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসমূহের সঠিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে ২০১০ সনে দেশের সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত করে। এ জরিপের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিকোত্তর স্তরের সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন এবং ডাটাবেজ তৈরি করা হয়।

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় টিকিউআই-২ (Teaching Quality Improvement Projet-২) প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের একটি ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে ব্যানবেইস দ্বি-বার্ষিক জাতীয় শিক্ষক শুমারি ২০১৩ পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের ৩,১২,৪৭৯ জন শিক্ষকের তথ্য সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

জিআইএস কার্যক্রম

শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজতর করার লক্ষ্যে ব্যানবেইস দেশের সকল প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডুকেশন জিআইএস বাস্তবায়ন করছে। ২০১০ সন হতে ব্যানবেইস জিপিএস ডিভাইসের মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক তথ্য নির্ণয় করে তা ব্যানবেইসের ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত করেছে। এডুকেশন জিআইএসের মাধ্যমে ব্যানবেইস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা নির্ধারণ, একাডেমিক স্বীকৃতি ও অনুমতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করছে।

গবেষণা

শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যানবেইস বিগত ৫ বছরে প্রায় ২০টি গবেষণা করেছে। ব্যানবেইস কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম হলো:

Using Qualitative Research to Enhance Understanding of Madrasah Sub sector, Study on the Education Status of Children in Selected Slum Areas-2010, Study on Teaching Learning Environment in Secondary Schools: Students' Perspectives 2010

লাইব্রেরি ও ডুকমেন্টেশন কেন্দ্র অটোমেশন

ব্যানবেইস লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে রক্ষিত সকল পুস্তক ও ডকুমেন্ট অটোমেশন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমানে অনলাইনে লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের ক্যাটালগ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে অনুসন্ধান করা যায়।

ই-বুক সেন্টার

ব্যানবেইস ডুকমেন্টেশন সেন্টারকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ই-বুক সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখন অনলাইনের মাধ্যমে ডকুমেন্টেশন সেন্টারে রক্ষিত ডকুমেন্টগুলো ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। নিজস্ব প্রকাশনাসহ পাঁচ শতাধিক পুস্তকের ই-বুক প্রস্তুত করে তা ব্যানবেইস ওয়েবসাইটে ওয়েব এনাবল করা হয়েছে।

ডিজিটাল লাইব্রেরি

Koha-Greenstone Integrated Library Management System এর মাধ্যমে শিক্ষা সেক্টরের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস সার্ভারের সাথে লিংক প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের গ্রন্থাগার অটোমেশন সম্পন্ন করতে ব্যানবেইস সার্বিক সহযোগিতা করেছে।

প্রকাশনা

প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা জরিপ শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। ব্যানবেইস শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এই প্রতিবেদনসমূহ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তথ্য সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ

Training of Head of the Institute on Unified Record Keeping: National Education Survey and Training (NEST) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, তথ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রবাহ দ্রুততর করার জন্য সারাদেশের ১৪,৫০০ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আইসিটি প্রশিক্ষণ

কোরিয়া সরকারের ১.৬ মিলিয়ন ডলার অনুদানে ব্যানবেইসে 'বাংলাদেশ কোরিয়া আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার ফর এডুকেশন (বিকেআইটিসিই)' প্রকল্পের আওতায় ৫টি অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে একসাথে ১০০ জনকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এ আইসিটি সেন্টারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক, কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার অর্থায়নে ৮টি মডিউলে আইসিটি কোর্স পরিচালিত হয়েছে। ২০১৩ পর্যন্ত ৯২১০ জনকে উক্ত ল্যাবসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার

আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা ও শিখন পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের জন্য কোরিয়া সরকারের সরল ঋণ সহায়তায় 'উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)' প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সনে ব্যানবেইসে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে; এর মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন এবং ই-লার্নিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

নবনির্মিত মাল্টিমিডিয়া সেন্টার-এর একাংশ

নবনির্মিত মাল্টিমিডিয়া সেন্টার-এর একাংশ

উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন

কোরিয়া সরকারের EDCF-এর আওতায় কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক থেকে ৪০ বছর মেয়াদে (১৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ) ০.০১% হার সুদে ৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সরল ঋণ সহায়তায় ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) স্থাপন করা হয়েছে।

উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার

উক্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দোতলা ভবনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ২৪টি কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়াসহ একটি পিসি ল্যাব, ৫টি কম্পিউটার বিশিষ্ট একটি সাইবার সেন্টার এবং ১টি সার্ভারসহ লোকাল ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
[International Mother Language Institute (IMLI)]

২০০১ সনের ৫ মার্চ তারিখে সেগুন বাগিচায় শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ২০১০ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি নবনির্মিত ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলা ভাষা বাংলাদেশের অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষা বিষয়ে গবেষণা, ভাষা সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য এ ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এ বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা;

- বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা-আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা ও ইউনেস্কোর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে এ সংক্রান্ত ইতিহাস প্রচার;
- বাংলা ভাষার উন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;
- ভাষা বিষয়ে গবেষণা-জার্নাল প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন;
- ভাষা বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশি ও বিদেশিদের ফেলোশিপ প্রদান;
- বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণমালার জন্য একটি আর্কাইভ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;
- ভাষা বিষয়ে জাদুঘর নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;
- আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;
- বাংলাসহ পৃথিবীর সকল ভাষার বিবর্তন বিষয়ক গবেষণা;
- অন্যান্য রাষ্ট্র , দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন;
- পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস, নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) -এর আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর ৩য় তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। এবং ৫৪.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইনস্টিটিউটের ২য় পর্যায়ের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

প্রতি বছরের ন্যায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ অত্যন্ত মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন।

মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ অনুষ্ঠান মালার উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ওয়েবসাইট তৈরি ও উদ্বোধন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পৃথিবীর মানুষের কাছে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের একটি ওয়েবসাইট (www.imli.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করেন। এ ওয়েবসাইটে রয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ইতিহাস, দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যসহ গৃহীত সকল কার্যক্রমের সম্পূর্ণ তথ্য, যেমন– ভাষা জাদুঘরে প্রদর্শিত বিভিন্ন দেশের ভাষা-বৈচিত্র্য, ভাষা শহিদদের তথ্য ও ছবি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, বাংলাদেশের ভাষাসমূহের পরিচিতি ইত্যাদি। এছাড়াও এতে রয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ ও স্মরণিকাসমূহের বিভিন্ন সংস্করণ।

ভাষা জাদুঘর সমৃদ্ধকরণ

ভাষা জাদুঘরে ভাষা-আন্দোলনের দুর্লভ ছবি, ভাষা-শহিদদের ছবি, জাতিসংঘে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ভাষণের আলোকচিত্র, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আলোকচিত্র, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমিতে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির ঘোষণাপত্র, ভাষাগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক বিবর্তনের চিত্র, বিভিন্ন ভাষার লিপির নিদর্শন, এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এবং অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৭০টি দেশের ভাষা-বৈচিত্র্যসহ নানা সাংস্কৃতিক পরিচয় এ ভাষা জাদুঘরে সংরক্ষণ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

বিদেশি অতিথিদের পরিদর্শন

২০১২ সনের ১৫ জুলাই আইসেসকো মহাপরিচালক ড. আবদুল আজিজ ওতমান আল তোয়াইজিরি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এরপর ২০১২ সনের ০৪ আগস্ট ইউনেস্কোর উপমহাপরিচালক বেত্যাচিউ এনগিদা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

ড. আবদুল আজিজ ওতমান আল তোয়াইজরি ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করছেন

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিস ইরিনা বোকোভা ২০১২ সনের ১১ মে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

প্রদর্শনীতে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, স্প্যানিশ, চীনা, ফরাশি, হিন্দি, ওড়িয়া, গ্রিক, জাপানি, বুলগেরীয় ইত্যাদি ভাষার মোট ২০টি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়।

প্রাচীন লিখন-বিধি প্রদর্শনী

সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা লিপি, সুমেরীয় লিপি, মায়া লিপি, মিশরীয় লিপিসহ ৮টি ভাষার প্রাচীন লিখন-বিধির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

তিন দিনব্যাপি সেমিনার

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ৩ দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে। এ সেমিনারে মোট ৮ টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, কবি, নৃ-বিজ্ঞানী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। এছাড়াও ২০১৩ সনের আগস্ট, ও সেপ্টেম্বর মাসে ভাষা-বিষয়ক দু-টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনার দু-টির বিষয় ছিল যথাক্রমে 'সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে প্রমিত বাংলা ভাষার চর্চা' এবং 'চট্টগ্রামের উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব'। সেমিনারগুলোতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড
(Non Government Teacher Employee Retirement Benefit Board)

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অবসরভাতা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের সুবিধার্থে এ বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। বোর্ডের কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য অবসর সুবিধার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১২ সনের ৬ মার্চ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনলাইন সিস্টেম উদ্বোধন করেন। ২৯,৪৭৯(উনত্রিশ হাজার চারশত উনআশি) টি আবেদনের বিপরীতে ১,৬৬৪,১০,৭৪,০৯২.০০ (এক হাজার ছয়শত চৌষট্টি কোটি দশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার বিরানব্বই) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
(Non Government Teacher-Employee Welfare Trust)

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কাজ করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ এবং নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনের নিষ্পত্তি ও আবেদনকারীর প্রাপ্য অর্থ ট্রাস্ট থেকে প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল সেবার উদ্বোধন

২০১২ সনের ৬ মার্চ কল্যাণ ট্রাস্টের ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ৬ জন শিক্ষককে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল সিস্টেমে কল্যাণ সুবিধার টাকা প্রদানের মধ্য দিয়ে এ সেবা উদ্বোধন করেন।

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৫৩২৫০ জন শিক্ষক কর্মচারীকে কল্যাণ সুবিধা বাবদ ৭২৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের গত ৫ বছরে বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা, অসুস্থ ও হজ্বযাত্রী শিক্ষক কর্মচারীদের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১৯২১ জন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক কর্মচারীকে ৩৯ কোটি টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়।

- অসুস্থ, প্রয়াত ও কন্যাদায়গ্রস্ত ৩১৮০ জন শিক্ষক কর্মচারীকে কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয় ৫৯ কোটি টাকা।
- ২৭৯৪ জন হজ্বযাত্রী শিক্ষক কর্মচারীকে ৬৩ কোটি টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত, মুক্তিযোদ্ধা, অসুস্থ, মৃত, কন্যাদায়গ্রস্ত ও অসহায় শত শত শিক্ষক- কর্মচারীদের মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে অতি অল্প সময়ে এমনকি কয়েক ঘন্টার মধ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের হাতে কল্যাণ সুবিধার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে, ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষক কর্মচারীদের বাড়ি ও হাসপাতালের বেডে গিয়েও তাঁদের হাতে কল্যাণ সুবিধার চেক পৌছে দেওয়া হয়েছে।